শ্রেণিকক্ষে নারীপ্রশ্ন : কিছু অভিজ্ঞতা

উম্মে ফারহানা

পরিবার, কর্মক্ষেত্র, রাস্তাঘাট— সব জায়গায়ই নারীপ্রশ্নে বা জেন্ডার ইস্যুতে কথাবার্তা বলার কিছু সমস্যা আছে, দাম্পত্য কলহ থেকে শুরু করে স্লাট শেইমিং পর্যন্ত যার বিস্তার। পাঠ্যসূচিতে যখন এমন কোনো বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে যা নারীর মুক্তি বা সামাজিক অবস্থানকে বিবেচনায় রেখে আলোচনা করতে হয়, তখন যে সকল সংকট শ্রেণিকক্ষে দাঁড়িয়ে শিক্ষক হিসেবে মোকাবিলা করতে হয় সেগুলোকে একটু বিশ্লেষণ করার প্রয়াস থেকে এই লেখা। নারীশিক্ষক হিসেবে এই অভিজ্ঞতাগুলো সম্ভবত আরো অনেকের অভিজ্ঞতার সঙ্গেই মিলে যেতে পারে।

নারী চরিত্র যখন কেন্দ্রীয়

সাহিত্যের শিক্ষক হিসেবে কেরিয়ার শুরু করেছিলাম আজ থেকে প্রায় সাত বছর আগে। প্রথম যে কোর্স পড়াতে ক্লাসে গেলাম সেটি ছিল ইউরোপিয়ান সাহিত্যের একটি কোর্স। হেনরিক ইবসেনের "আ ডলস হাউজ" নাটকটি সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত ছিল। নোরা কেন তাঁর সন্তানদের রেখে চলে গেলেন স্বামীর বাড়ির দরজা সশব্দে পেছনে বন্ধ করে তা দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের খুব ভাবাচ্ছিল বলে অনুভব করেছিলাম তখনি। নিজের বিশ্বাসের বোঝা শিক্ষার্থীদের ওপর চাপিয়ে না দিয়ে তাঁদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা বের করে আনবার কাজটি খুব সহজ নয়। তা ছাড়াও, প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে গিয়ে যে সমস্যাটির মোকাবিলা করতে হয় তা হলো, তাঁরা তখনো নারীবাদকে একটি দর্শন বা রাজনৈতিক অবস্থান বলে বুঝে উঠতে পারেন না। তাঁরা নারী চরিত্রের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এক ধরনের করুণা এবং অনুকম্পা নিয়ে সহানুভূতি দেখানোকেই 'ফেমিনিস্ট রিডিং' বলে ভাবেন।

সাহিত্য পড়াবার সময় তত্ত্বের প্রয়োগ কতটা যুক্তিযুক্ত তা নিয়ে বিস্তর বাহাস হতে পারে। তত্ত্ব বাদ দিয়েও ইবসেনের এই নাটকটি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে কয়েকটি ব্যাপার সামনে চলে আসে। এই কোর্সে এক্সটারনাল শিক্ষকের দেওয়া প্রশ্ন ছিল "ইজ নোরা এ ব্যাড মাদার?"। এই প্রশ্নের ভাষাই বলে দিচ্ছে নারীকে মাতৃত্বের দায়িত্ব এবং কর্তব্যের বেড়াজাল থেকে বের হতে দিতে নারাজ প্রশ্নকর্তা। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, উত্তরপত্র মূল্যায়ন করার সময় লক্ষ করলাম কেন্দ্রীয় চরিত্রটিকে 'খারাপ' বলে মানতে অধিকাংশ শিক্ষার্থীই রাজি নন। ক্লাসে পড়াবার সময় যদিও অন্যরকম প্রতিক্রিয়া পেয়েছিলাম। অনেক শিক্ষার্থীই বলতে চাইছিলেন, নোরা কেন তাঁর সন্তানদের নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন না।

দ্বিতীয় যে ব্যাপারটি লক্ষ করলাম তা হলো, নারীর মুক্তি এবং নিজের মতন করে বাঁচতে চাইবার প্রবণতা কিংবা প্রয়াসকে কাগজে কলমে মেনে নিতে অনেকেরই আপত্তি নেই।

বাচ্চাদের ছেড়ে গিয়ে মা নিজের মতন করে বাঁচতে চাইতে পারে, মানুষ হিসেবে নিজের জায়গা খুঁজতে পৃথিবীর পথে বের হয়ে যেতে পারে এমন পরিস্থিতি এত বছর পরেও আমাদের সমাজে ভাবা যায় না। নারীর সবচাইতে বড়ো পরিচয় এখনো তার মাতৃত্বই। কিন্তু নাটকের প্রধান চরিত্র যা করছে, সেটিকে যেনতেনপ্রকারেণ জায়েজ করাটাই যেন-বা আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য— এমনটাই ভেবে নেন অধিকাংশ শিক্ষার্থী। "দ্য গুড ওমেন অফ সেজুয়ান" নাটকের ক্ষেত্রেও করুণা ও অনুকম্পার ব্যাপারটি লক্ষ করা গেছে। যে সামাজিক পরিস্থিতির জন্য একজন নারীকে বারবণিতা হতে হয় বা পুরুষের ছদ্মবেশে বেঁচে থাকতে হয়, সেই পচাগলা সমাজের পুরুষতান্ত্রিক প্রথার বিরুদ্ধে কথা বলবার প্রয়াস ততটা দেখা যায় না।

নাটকের মতন অধিকাংশ উপন্যাসেও নারী চরিত্র খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক সময়ই কেন্দ্রীয়। সম্মান প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের মতন স্নাতকোত্তর শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যেও এমন প্রবণতা লক্ষ করা যায়। নারী চরিত্রগুলো যখন প্রধান বা কেন্দ্রীয়, তখন তাঁদের কাঠগড়ায় দাঁড় না করিয়ে মহিমান্বিত করবার প্রয়াস পান তাঁরা। "দ্য গড অফ স্মল থিংস" উপন্যাসের আম্মু বা "সী অফ পপিজ"-এর দিতিকে নিয়ে লিখবার সময় শিক্ষার্থীদের অনাবশ্যক সহানুভূতির প্রকাশ দেখে আমার মনে হয়েছে, নিরপেক্ষভাবে নারী চরিত্রগুলোকে পরখ করবার মতন জায়গায় আমরা এখনো পৌঁছাতে পারি নি।

জেন্ডার থিয়োরি

মার্ক্সিজম, ফরমালিজম, পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমের মতন আরো বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে জেন্ডার একটা তত্ত্ব, সিলেবাসে। 'ফেমিনিজম' সংক্রান্ত কিছু প্রাথমিক আলাপ ছাড়া খুব গভীরে গিয়ে জেন্ডার থিয়োরি পড়াবার সুযোগ সেমিস্টার পদ্ধতিতে হয় না। আমি একাধিক ব্যাচে ফেমিনিজম পড়াতে গিয়ে লক্ষ করলাম যে শিক্ষক হিসেবে আমার রাজনৈতিক অবস্থান এক্ষেত্রে এক ধরনের দ্বন্দ্ব তৈরি করছে। আমার নারীবাদী অবস্থান শিক্ষার্থীদের এই তত্ত্ব সম্পর্কে বেশি মাত্রায় সন্দেহপ্রবণ করে তুলছে। তাঁরা ভাবছেন, আমি নিজে নারীবাদী বলে হয়ত এই তত্ত্ব সম্বন্ধে আমার পক্ষপাত রয়েছে। বলা বাহুল্য নয় যে, এই কোর্সটি আমার ছিল না, এক সহকর্মী এটি পড়াচ্ছিলেন। আমাকে শুধু জেন্ডার অংশটিই পড়াবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন তিনি। শিক্ষার্থীদের অনেকেই দেখলাম নারীবাদকে একটি রাজনৈতিক অবস্থান এবং সামাজিক আন্দোলনের জায়গা হিসেবে দেখতে পারছেন না। একে একটি অগুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হিসেবে ধরে নিচ্ছেন। এমনকি নারীশিক্ষার্থীদের অনেকেও দেখলাম ধরে নিচ্ছেন যে কোনো কিছুই পালটাবে না; নারীর প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্যমূলক আচরণ সবসময় ছিল আর ভবিষ্যতেও থাকবে। তাঁদের এই বলে বোঝাতে হলো যে, নারী আন্দোলনের ফলাফল হিসেবেই তিনি আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন, তাঁর নানি-দাদিরা যে বয়সে অনেকগুলো সন্তান জন্ম দিয়ে পুরোদস্তুর গৃহিণী হয়ে গিয়েছিলেন, তিনি সেই বয়সে বন্ধুদের সঙ্গে হুল্লোড় করে বেড়াতে পারছেন। তাঁরা কতটা প্রভাবিত হয়েছেন এই উদাহরণে তা আমি বলতে পারব না, তবে অন্য যে কোনো গল্প-উপন্যাস বা কবিতার কোর্সের চাইতে জেন্ডার কোর্স পড়ানোটা আমার কাছে অধিক চ্যালেঞ্জিং মনে হলো।

শিক্ষক যখন নারী

উল্লিখিত বিষয়টি নিয়ে আমার আরেক জ্যেষ্ঠ পুরুষ সহকর্মীর সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। তিনি বলছিলেন যে, ফেমিনিজম যদি পড়াতেই হয় তবে তা পুরুষ শিক্ষকের পড়ানো উচিত। কেননা শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবেই পুরুষ শিক্ষকদের কর্তৃত্ব সহজে মেনে নেন এবং পাবলিক স্ফিয়ারে যে কোনো কথা প্রমাণ করা যেমন পুরুষের চাইতে নারীর জন্য বেশি কঠিন, শ্রেণিকক্ষও তাঁর ব্যতিক্রম নয়। আমার সেই জ্যেষ্ঠ সহকর্মীর অভিজ্ঞতা আমার চাইতে অনেক বেশি এবং জেন্ডার বিষয়ে পড়ালেখা এবং সংবেদনশীলতাও উচ্চ পর্যায়ের। তাঁর মুখে একথা শুনে আমি অবশ্যই খুব আশাহত হয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের সময় কোটা ভিত্তিতে এতজন নারী এতজন পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে— এমনটি করা হয় না। কম যোগ্যতা নিয়েও শুধু নারী বলে কেউ শিক্ষক হয়ে যান না। তবুও শিক্ষার্থীরা যদি শিক্ষা জীবনের এই পর্যায়ে এসে নারীশিক্ষকের কর্তৃত্ব মেনে নিতে প্রস্তুত না হন তবে আশাহত হবার কারণ আছে বৈকি।

তিনি এ প্রসঙ্গে আরো বলছিলেন যে, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে তিনি নারীশিক্ষকদের কম জনপ্রিয় হবার আরেকটি কারণ জানতে পেরেছেন। সেটি হলো, অধিকাংশ শিক্ষার্থীর মতে নারীশিক্ষকেরা কড়া হয়ে থাকেন। আমি এই বক্তব্যের যে ব্যাখ্যা নিজের মতন করে তৈরি করেছি তা হলো, শিক্ষার্থীরা তাঁদের অনিয়মগুলোর জন্য যখন যে কোনো ধরনের বিবেচনা চাইতে আসেন (অ্যাটেন্ডেন্স কম থাকা, মিড টার্ম পরীক্ষা মিস করা, ইত্যাদি), তখন তাঁরা আশাই করেন যে নারীশিক্ষকেরা সেসব বিবেচনা করবেন। যদি কখনো তাঁরা যথেষ্ট প্রমাণ দেখাতে ব্যর্থ হয়ে সেই বিবেচনাগুলো না পান, তখন নারীশিক্ষকদের প্রতি তাঁদের বিদ্বেষ তৈরি হয়, যা কি না পুরুষ শিক্ষকদের প্রতি হয় না। যেন-বা পুরুষশিক্ষকদের 'দয়ালু' হবার কোনো দরকার নেই, নারীশিক্ষকদের আছে। সেই দয়ালুপনাটুকু না দেখালেই তাঁদের 'কড়া' হিসেবে চিহ্নিত করে দেন তাঁরা।

শেষকথা

শ্রেণিকক্ষে নারীশিক্ষার্থীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের মতন নারীশিক্ষকদের প্রতিও যে বৈষম্য হয় তা নিয়ে আমরা খুব একটা সচেতন নই। আমি জেন্ডার তত্ত্ব আরো বেশি করে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার বলে মনে করি। যদি পুরুষশিক্ষক পড়ালে শিক্ষার্থীরা ফেমিনিজমকে একটি সময়োপযোগী এবং প্রাসঙ্গিক বিষয় বলে ভাবেন, তবে তাই হোক।

নারীপ্রশ্নে আমি সবসময় 'এই শিকল পরেই শিকল তোদের করবো রে বিকল' নীতিতে বিশ্বাসী।

উম্মে ফারহানা সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ। ummefarhanamou@gmail.com